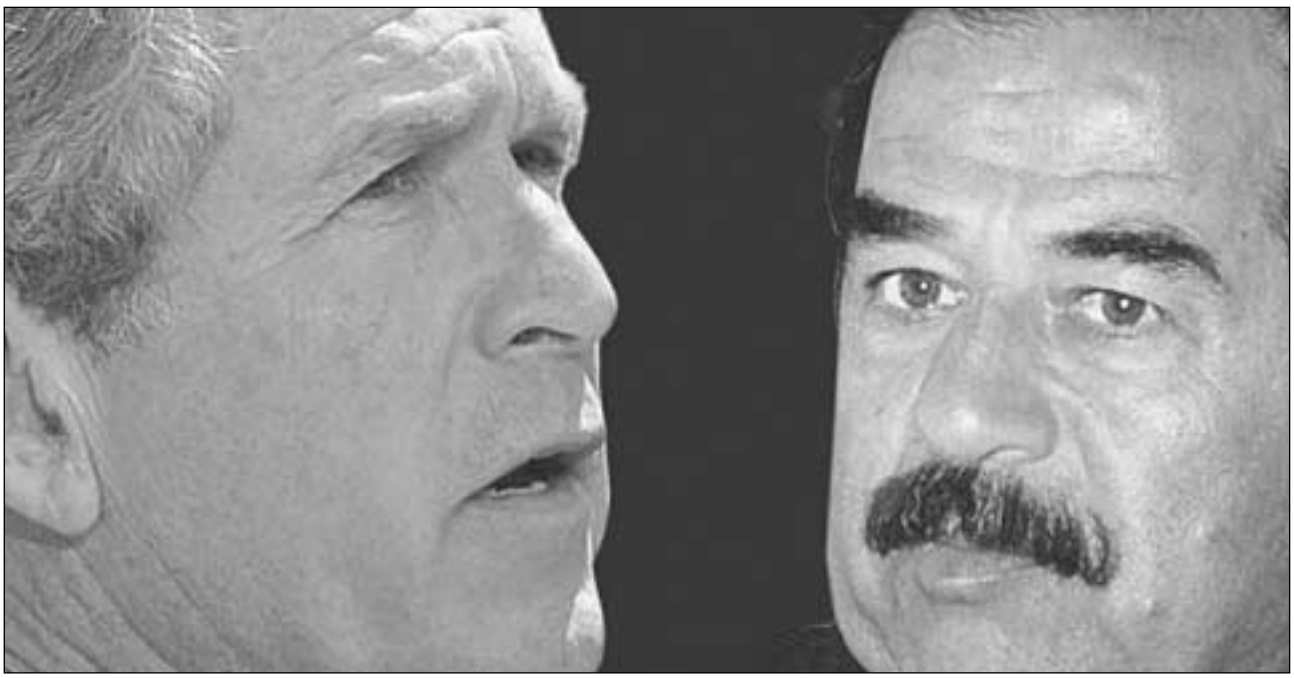

সাদ্দাম বনাম বুশ

ইরাক আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যেকোনো সময় আসতে পারে এই আক্রমণ। যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তারা সাদ্দামকে উৎখাত করবে। সারা বিশ্ব আশঙ্কা করছে রক্তক্ষয়ের। সাদ্দাম আর বুশের মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে লিখেছেন হাসান মূর্তাজা

তেরো শতকে হালাকু খানের হাতে বাগদাদ নগরীর পতন ঘটেছিলো। চেঙ্গিস খানের 'যোগ্য'পুত্র হালাকু খান মধ্যযুগের জ্ঞান ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র বাগদাদের কি অবস্থা করেছিল, ইতিহাসের ছাত্রদের তা অজানা নয়। বাগদাদ অবরুদ্ধ ছিলো ৪০ দিন। ছয় সপ্তাহে নিহত হয় ১৬ লাখ লোক। কথিত আছে, তিন দিন ধরে বাগদাদের রাজপথে প্রবাহিত রক্তস্রোতে ইউফ্রেটিসের পানি হয়েছিল রক্তিম।

একবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে। সিনিয়র বুশের 'যোগ্য' পুত্র বুশ জুনিয়র ইরাক আক্রমণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। আরব দেশগুলোর মধ্যে একসময় সবচে' প্রগতিশীল ইরাকের ধ্বংসের জন্য অবশ্য বুশ '৪১'-ই দায়ী। বুশ '৪৩' কেবল পিতার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। অনেক বিশ্লেষকই মনে করছেন, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বুশদের 'পারিবারিক' শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু সাদ্দামকে উৎখাতের যুদ্ধ যে কেবল সাদ্দামের প্রাসাদ প্রাঙ্গণে সীমাবদ্ধ থাকবে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। এ যুদ্ধ দুর্দশা আনবে নিরপরাধ ইরাকি জনগণের জন্য; যেমনটি এনেছে এর আগে উপসাগরীয় যুদ্ধ।

ইরাকের আজকের মুমূর্ষু অবস্থার জন্য দেশটির আজীবন প্রেসিডেন্ট নিজেও কম দায়ী নন। '৯০ সালে কুয়েত দখলের মতো হঠকারিতা না করলে আজকে ইরাকের অবস্থান হতো অন্য জায়গায়। প্রেসিডেন্ট হবার আগেই সাদ্দাম হোসেন ইরাকের উন্নয়নে অবদান রাখতে শুরু করেন। '৭০

দশকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ে 'বাথ সোশ্যালিজম' নামে আধুনিকায়ন শুরু করেন। অন্য আরব দেশগুলো যখন পেট্রোডলার খরচ করেছে প্রাসাদ তৈরিতে, ইরাক তৈরি করেছে রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর কল-কারখানা। ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ারদের উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড পাঠানো হয়। সাদ্দাম ইরাকের ব্যাপক ভূমি সংস্কার করেন। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং ন্যূনতম মজুরি আইন প্রবর্তন করেন। ইরাকি নারীরা ছিলো আরব দেশগুলোর মধ্যে সবচে' স্বাধীন। পুরুষ প্রধান চাকরিসমূহ নারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন সাদ্দাম। ইরাকের বিমান পরিবহনের গর্ব ছিলো আন্তর্জাতিকমানের পাইলট ও প্রকৌশলী। ইরাক ছিলো আরব বিশ্বের প্রথম আধুনিক অর্থনীতির দেশ। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সাদ্দাম 'মার্কসবাদের আরব ব্যাখ্যা' দেন।

সাদ্দাম পুত্র উদে (ডানে) এবং কুসে

উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং ১১ বছরের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ইরাককে কঙ্কালসার করেছে। অনাহার, দারিদ্র্য, রোগে প্রতিদিনই শত শত ইরাকি শিশুর মৃত্যু ঘটছে। এমতাবস্থায় বুশ প্রশাসন ইরাকে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

হামলা কি অনিবার্য

যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হামলা চালাতে যাচ্ছে– ১১ সেপ্টেম্বরের পর একে সময়ের ব্যাপার মনে করা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে ৯ মাস চলে গেছে। এখনও আক্রমণ হয়নি। কিন্তু সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। ১১ সেপ্টেম্বরের পর বুশ প্রশাসন চাইছিলো বিমান হামলার সঙ্গে ইরাকি সংশ্লিষ্টতা প্রমাণের। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড অন্তত দশবার সিআইএকে যোগসূত্র আবিষ্কারের নির্দেশ দিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যতম বিমান ছিনতাইকারী মোহাম্মদ আত্তা ইরাকি গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সঙ্গে চেক রিপাবলিকে বৈঠক করেছেন এমন ক্ষীণ সম্ভাবনাকেও শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। পরবর্তীতে অ্যানথ্রাক্স হামলার সঙ্গেও ইরাককে জড়ানোর চেষ্টা চালানো হয়। তাতেও কোনো ফল আসেনি।

উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকেই হোয়াইট হাউস বাগদাদে 'ক্ষমতা পরিবর্তনের' চেষ্টা চালিয়ে আসছে। সামরিক ব্যবস্থা থেকে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ কোনোটাই বাদ রাখেনি ওয়াশিংটন। ক্লিনটন প্রশাসন সাদ্দামকে হত্যার ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে সিআইএকে মাঠে নামিয়েছিলো। শতকোটি টাকা খরচ করেও কোনো সুফল বয়ে আনেনি এই প্রজেক্ট। বহু 'ডার্টি ট্রিকস'-ও ব্যবহার করে সিআইএ। যার মধ্যে একটি গুজব ছিলো : 'সাদ্দাম হোসেন নপুংসক'। '৫০-এর দশকে ইন্দোনেশিয়ার একনায়ক সুকর্নকে নিয়েও এ ধরনের অপপ্রচার সিআইএ চালিয়েছিলো। কিছু পর্নো তারকা ভাড়া করে ডামি সুকর্নকে দিয়ে বানানো হয়েছিলো নীল ছবি। আশ্চর্যের বিষয়, সুকর্নের শারীরিক সক্ষমতা অনেক ইন্দোনেশীয়র মাঝেই তাকে জনপ্রিয় করেছিলো। এবারও সাদ্দামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা মিডিয়া ও সিআইএর প্রচার-প্রচারণা সাধারণ ইরাকিদের মনে তেমন দাগ কাটতে পারেনি। এ ধরনের 'ডার্টি ট্রিকসের' লক্ষ্য থাকে জনগণের মাঝে নেতার ভাবমূর্তি ধূলিসাৎ করে তার জনসমর্থনের ভিত্তিকে হাল্কা করে দেয়া। কিন্তু হোয়াইট হাউসের এই ব্যতিক্রমী পলিসিও কাজে লাগেনি।

বুশের প্রতিকৃতিরে দাঁড়িয়ে ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বুশ প্রশাসনের অনেক যুদ্ধবাজই মনে করেন, ঘোরপ্যাঁচে না গিয়ে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করলেই হয়। বিশেষত ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড চরম ব্যবস্থা নেয়ার পক্ষপাতি। ২৫ বছর আগে চেনি ও রামসফেল্ড ছিলেন জেরাল্ড ফোর্ড প্রশাসনের তরুণ-তুর্কি (চেনি কোর্ডের চিফ অব স্টাফ এবং রামসফেল্ড প্রতিরক্ষামন্ত্রী)। তারা দেখেছেন 'ইমপেরিয়াল প্রেসিডেন্সি'র পশ্চাদপসরণ। ভিয়েতনামের ব্যর্থতা এবং ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির কালিমা তখন সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহীর দপ্তরকে কলঙ্কিত করেছে। কংগ্রেস এবং প্রেস মুখোমুখি। স্ক্যান্ডাল আর দোষারোপ সরকারের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সিআইএ এবং পেন্টাগন ক্ষয়িষ্ণু, আমলাতন্ত্রের হাতে বন্দী। চেনি এবং রামসফেল্ডের তখন এই বিশ্বাস জন্ম নিয়েছিলো– বিশ্বের চোখে আমেরিকা কাগুজে বাঘে পরিণত হয়েছে। মূলত সে সময় থেকেই তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেন, কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে পিছু হটা চলবে না। বুশের কানে এই মন্ত্রণাই দেন তারা। আদর্শগতভাবে রিপাবলিকানরা রক্ষণশীল। গত নির্বাচনে বুশের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিলো দেশের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ভূমিকা হ্রাস। কিন্তু অফিসে বসার পর থেকে এ সিদ্ধান্ত হতে বিচ্যুতি লক্ষণীয়। মার্কিন সরকার এখন যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি যুদ্ধপরায়ণ। এই 'ত্রয়ী' মূলত সাদ্দামের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে একপায়ে খাড়া।

এক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল। উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সেনানী পাওয়েল সংযম প্রদর্শনে ইচ্ছুক। তিনি সহসা যুদ্ধে জড়াতে

সাদ্দামের ছেলেরা

সাদ্দামের দুই ছেলে উদে আর কুসে। বড় ছেলে উদেকে ধরা হতো সাদ্দামের উত্তরসূরি। কিন্তু ইদানীং অনেকে মনে করছে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মাথার কুসেই হতে পারেন সাদ্দামের বিকল্প। 'বাবেল' পত্রিকার সম্পাদক উদের সঙ্গে পিতার সম্পর্কের অবনতি ঘটে '৮৮ সালে। কথিত আছে, এ সময় উদে সাদ্দামের প্রিয়ভাজন এক দেহরক্ষীকে হত্যা করেন। এ সময় তার কয়েক বছরের কারাদণ্ডও হয়। এছাড়া উদে যখন তখন পছন্দমতো মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন, পশ্চিমা মিডিয়া এমন অভিযোগ তুলে '৯৬ সালে তাকে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়। তার দীর্ঘ সময় লাগে সেরে উঠতে। অন্যদিকে কুসে সাদ্দামের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান, যার সদস্য সংখ্যা ১৫-২৫ হাজার। পশ্চিমা মিডিয়ার ধারণা, নিষ্ঠুরতায় কুসে পিতার চেয়ে কোনো অংশে কম না। ৩৬ বছর বয়স্ক কুসে শান্ত, পরিশ্রমী। জনসমক্ষে তাকে কমই দেখা যায়। তিনি বাথ পার্টির উচ্চপর্যায়ে নেতাও 'নির্বাচিত' হয়েছেন।

চাইছেন না। কিন্তু বুশপ্রশাসনে হার্ড লাইনারদের আধিক্য এতো বেশি, পাওয়েলকে হয়তো পিছু হটতে হবে। বিশেষ করে পাওয়েল বুশের 'অশুভ অক্ষ' (ইরাক, ইরান, উত্তর কোরিয়া) ঘোষণাকে সমর্থন করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজন হলে একাই ইরাকের সঙ্গে লড়াই করবে। বিশ্লেষকরা পাওয়েলের নতুন ভূমিকায় অবাক হলেও মনে করছেন, পাওয়েল কৌশল বদলেছেন, মন নয়। তিনি কেবল সায় দিয়েছেন প্রেসিডেন্টের কথায়। যুদ্ধের সবরকম পরিকল্পনার পর প্রেসিডেন্ট বুশ হয়তো পাওয়েলের সঙ্গে একমত হবেন যে, সাদ্দামকে উৎখাত এতোটা সহজ নয়। বরং অর্থনৈতিক অবরোধ ও যুদ্ধের হুমকিই অনেক সহজ পন্থা।

যদি যুদ্ধ লাগে

মাস ছয়েক আগে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেট সিনেটরদের একটি দল গিয়েছিলো হোয়াইট হাউসে, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কনডোলিজ্জা রাইসের সঙ্গে দেখা করতে। যদিও কথা ছিলো না তবু এক পর্যায়ে বুশ দলটির সঙ্গে দেখা করেন এবং আলোচনা শুরু করেন ইরাক নিয়ে। সাদ্দামকে নিয়ে কি করা যেতে পারে– এমন বিতর্কে তিনি সামান্যই উৎসাহ দেখান। বরং সাদ্দামকে বিশ্রী একটা গালি দিয়ে বুশ বলেন– 'আমরা তাকে উৎখাত করছি।' চারটি কথায় বুশ পরিষ্কার করে দেন তার উদ্দেশ্য।

বিপুল বিক্রমে তালেবানদের উৎখাত করতে পারলেও সাদ্দামকে উৎখাত এতোটা সহজ হবে না। আফগানিস্তানের শিক্ষা ইরাকে প্রয়োগ করতে গেলে বিপদে পড়বে যুক্তরাষ্ট্র, পর্যবেক্ষক মহলের তাই ধারণা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একদল স্পেশাল ফোর্স এবং স্থানীয় তালেবান বিরোধীদের যৌথ ব্যবস্থায় বোমারু বিমানের ছত্রছায়া তালেবানদের উৎখাত করেছিলো। কিন্তু ইরাকে এ ধরনের 'উত্তরাঞ্চলীয় জোট' পাওয়া কঠিন হবে আমেরিকার জন্য, যারা সাদ্দামের শক্তিশালী রিপাবলিকান গার্ড বাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। উপসাগরীয় যুদ্ধে ভেঙে পড়া এই এলিট বাহিনীকে পুনর্গঠন করেছে সাদ্দামের ছোট ছেলে কুসে। যার সৈন্য সংখ্যা এখন ১ লাখ।

যুক্তরাষ্ট্র আশা করছে, সরাসরি মার্কিন বাহিনী প্রেরণের আগে উত্তরের কুর্দিদের দিয়ে প্রক্সি যুদ্ধ চালাতে পারবে। এ লক্ষ্যে কয়েক মাস ধরে সিআইএ এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা কুর্দি নেতা জালাল তালাবানি এবং মাসুদ বারজানির সঙ্গে বৈঠক করছেন। এপ্রিল মাসে বার্লিনে একটি টপ-সিক্রেট মিটিং হয়। সেখানে আলোচনা করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র যদি আক্রমণ চালায় তাহলে সাদ্দামের হাত থেকে কুর্দিদের কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে। ৮৫,০০০ সদস্যের কুর্দি বাহিনী উত্তরে প্রক্সি যুদ্ধ চালানোর ক্ষমতা রাখে, কিন্তু নো-ফ্লাই জোন চালুর পর থেকে তারা যে স্বায়ত্তশাসন পেয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে কুর্দিরা তা ত্যাগ করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তালেবান পরবর্তী আফগানিস্তানে সংখ্যালঘু নদার্ন অ্যালায়েন্সের ক্ষমতা দখল যদি তাদের ভবিষ্যৎ ইরাকি সরকারে ক্ষমতাপ্রাপ্তির লোভ দেখায়, সেটা ভিন্ন কথা। আফগানিস্তানের নদার্ন অ্যালায়েন্সকে মডেল হিসেবে ধরে ইরাকের উত্তরে কুর্দি এবং দক্ষিণের শিয়া মুসলিম সম্প্রদায় প্রক্সি যুদ্ধে নামানো আরেকটি কারণে সফল হবার সম্ভাবনা কম। কেননা সম্প্রদায় দুটি অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বিভক্ত, যুদ্ধে অনভিজ্ঞতা এবং অতীত ইতিহাস নিয়ে ভীত। বিশেষত কুর্দিরা এখনও গ্যাস বোমার কথা ভাবলে শিউরে ওঠে। উপরন্তু, উপসাগরীয় যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কুর্দি সম্প্রদায়ের সাহায্যে নিলেও পরবর্তীতে তাদের আর স্মরণে রাখেনি। তাই সাদ্দামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্প্রদায় দু'টি ব্যাপক সাহায্যে আসবে, এতোটা উচ্চাশা যুক্তরাষ্ট্র করবে না।

তেল এখনো সাদ্দামের বড় অস্ত্র

এখন পর্যন্ত বুশ প্রশাসন সরাসরি যুদ্ধকেই সর্বোত্তম বিকল্প হিসেবে মাথায় রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্র মনে করছে, এ যুগের অর্থনৈতিক অবরোধ, উত্তর-দক্ষিণের নো-ফ্লাই জোন এসব নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকার সময় আর নেই। যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা, সাদ্দামকে যদি আরো সময় দেয়া হয় তাহলে ইরাক অচিরেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করে বসবে। কনডোলিজ্জা রাইস এক পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন– 'আমাদের হাতে সময় নেই। আমরা সাদ্দামের পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন পর্যন্ত বসে থাকতে পারি না।' অতএব ইরাকে আক্রমণ চালানোই হবে মার্কিন পলিসি। একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ চালাতে যুক্তরাষ্ট্র ৭০,০০০-২৫০,০০০ সৈন্য ব্যবহার করতে পারে। উপসাগীয় যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ৫ লাখ সৈন্য সমাবেশ করেছিলো। যদিও তা ব্যবহারের প্রয়োজন পড়েনি। কেননা সে সময় সাদ্দামকে

বিকল্প নেতৃত্বের খোঁজে

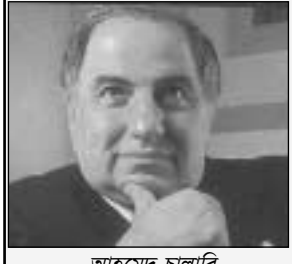

আহমেদ চালাবি

যুক্তরাষ্ট্র এখন সাদ্দামের বিকল্প খুঁজছে। যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্প্রতি লন্ডনে সাদ্দাম বিরোধী সাবেক ইরাকি সেনাকর্মকর্তাদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন কর্মকর্তারা। অন্যদিকে লন্ডনভিত্তিক ইরাকি ন্যাশনাল কংগ্রেস হচ্ছে ইরাকের বৃহত্তম বিরোধী দল। এমআইটি শিক্ষিত ব্যাংকার আহমেদ চালাবি এর নেতা। যদিও চালাবির নেতৃত্ব প্রশ্নাতীত নয়, কিন্তু হোয়াইট হাউস ও পেন্টগন তাকে সমর্থন করে, সিআইএ ও স্টেট ডিপার্টমেন্ট মনে করে চালাবি বিবাদ সৃষ্টিকারী এবং একনায়কতান্ত্রিক। শিয়া মুসলমান হওয়ার কারণে সৌদি আরবের মতো অনেক সুন্নী প্রধান প্রতিবেশী দেশ চালাবিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। এছাড়া আছেন কুর্দি নেতা জালাল তালাবানি এবং মাসুদ বারজানি। তবে এদের কেউই ইরাকের একক নেতা হবার যোগ্যতা রাখেন না।

জালাল তালাবানি

মাসুদ বারজানি

উৎখাতের কোনো পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের ছিলো না। এবারের উদ্দেশ্য ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্র আশা করছে, যুদ্ধ শুরু হলে এবং বোমা পড়তে শুরু হলে, সাদ্দাম বিরোধী ইরাকি জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে আসবে। ইরাকি সেনাবাহিনীতে ঘটবে পক্ষত্যাগ। তখন মার্কিন সৈন্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খুঁজে বের করবে সাদ্দাম আর তার মিত্রদের।

তার আগে যুক্তরাষ্ট্রকে কোয়ালিশন গঠন করতে হবে, যেমনটি হয়েছিল '৯১তে। আশপাশের মিত্র আরব দেশের সমর্থন ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে অভিযান পরিচালনা করতে পারবে না। কিন্তু এক্ষেত্রেও পরিস্থিতি ভিন্ন।

ইরাক আক্রমণে বিশ্ব জনমত

'৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্র যখন ইরাক আক্রমণ করে, সেসময় ইউরোপীয় মিত্রদের পাশাপাশি বেশ কিছু আরব দেশও সমর্থন জানিয়েছিলো। কিন্তু ২০০২ সালে অবস্থা অনেকটা ভিন্ন। আরব বিশ্ব দূরের কথা, ইউরোপীয় মিত্ররা (ব্রিটেন বাদে) বুশের সঙ্গে একমত হচ্ছে না। সম্প্রতি বুশ গিয়েছিলেন ইউরোপ সফরে। ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধে কোয়ালিশন গঠনে সমর্থন জোগাড়ে। কিন্তু জার্মানি, ফ্রান্সসহ কোনো দেশই বুশকে সমর্থন জানায়নি। অন্যদিকে, আরব বিশ্বের সমর্থন নেই বুশের। ফিলিস্তিন প্রশ্নে নির্লিপ্ত এবং একতরফাভাবে ইসরাইলকে সমর্থন আরব বিশ্বকে ক্ষুব্ধ করেছে।

সম্প্রতি আমেরিকার কাগজে খবর বেরিয়েছিলো, সৌদি আরব, কুয়েত, জর্ডান এবং তুরস্ক ইরাকে হামলায় যুক্তরাষ্ট্রকে ভূমি ব্যবহার করতে দেবে। কিন্তু জর্ডান আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে, তারা ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দেবে না। এছাড়া সর্বশেষ আরব লীগ সম্মেলনে আরব নেতৃবৃন্দ একমত হয়েছেন, কোনো আরব দেশের রাজধানীর ওপর হামলাকে তারা সমর্থন যোগাবে না। আরব দেশগুলো অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে, এই অঞ্চলে আরেকটি বড় ধরনের যুদ্ধ কতটা ক্ষতি বয়ে আনবে। তারা বুঝতে পেরেছে, আরব বিশ্বের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন ইরাকের শক্তিশালী অর্থনীতি। ইরাকের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোগপ্রবণতা তুরস্ক, সিরিয়া, জর্ডান, সৌদি আরব, লেবানন এমনকি কুয়েতের অর্থনীতির প্রাণ ছিলো। বাগদাদ সিরিয়ার বস্ত্র ও গৃহস্থালি সামগ্রী, মিসরের শস্য, জর্ডানের নির্মাণসামগ্রী, লেবানের অর্থনৈতিক সেবা এবং সমস্ত আরব বিশ্ব থেকে শ্রমিক আমদানি করতো। যেসব প্রকৌশলী, ব্যাংকার, শিক্ষক এবং নির্মাণ শ্রমিক ইরাকে আসত, তাদের পাঠানো টাকায় দেশগুলো বেঁচে থাকতো। ইরাকই প্রথম

সাদ্দামকে উৎখাতের প্রচেষ্টা

১৯৭২-৭৫ : ইরানের শাহ এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইরাকের কুর্দি বিদ্রোহীদের গোপন সমর্থন যোগায়। ইরানের ভূমির ওপর থেকে দাবি প্রত্যাহার করে শাহের সঙ্গে সাদ্দাম চুক্তিতে উপনীত হলে ইরান ও ওয়াশিংটন কুর্দিদের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদ করে। সাদ্দাম বিদ্রোহ দমন করেন। ২ লক্ষাধিক কুর্দি উদ্বাস্তু হয়।

১৯৮০ : খোমেনী ক্ষমতায় আসার পর সাদ্দাম শাহের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৮৭-৮৮ : কুর্দি দমনে সাদ্দাম তার চাচাত ভাই আলি হাসান আল মাজিদকে নিয়োগ করেন। মাজিদ বিষাক্ত গ্যাস বোমা ব্যবহার করেন। এরই মাঝে যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দামের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য লেনদেন করতে থাকে।

ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৯৯১ : 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম' চলাকালে বুশ সিনিয়র সাদ্দামকে উৎখাতের জন্য ইরাকি জনগণকে আহ্বান জানান। উত্তরের কুর্দি এবং দক্ষিণের শিয়ারা ডাকে সাড়া দেয়। বুশ প্রশাসন সাদ্দামের বিদ্রোহ দমনের সুযোগ দেয়। অন্যদিকে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহৃত হতে পারে এই ভয়ে কুর্দিরা তুরস্কে পালিয়ে যায়। তুরস্ক তাদের জায়গা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। বিব্রত মার্কিন সরকার ইরাকের উত্তরে 'নো ফ্লাই জোন' প্রতিষ্ঠা করে যাতে কুর্দিরা দেশে ফেরত আসতে পারে।

১৯৯৫-৯৬ : যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দামকে সরিয়ে ফেলার জন্য গোপন অভিযান চালানোর পরিকল্পনা নেয়।'৯৫ সালে কুর্দিরা বিদ্রোহের চেষ্টা চালায়। যুক্তরাষ্ট্র জানিয়ে দেয় কুর্দিরা যা করবে তা নিজ দায়িত্বে করবে। যারা সিআইএ-র সঙ্গে যোগসাজশ করেছিল, তারা সবাই পালিয়ে যায়।

এ সপ্তাহের বিশ্ব

নির্বাচনী ডিক্রি

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের আগে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ এক ডিক্রি জারি করেছেন। এই ডিক্রি অনুযায়ী কোনো রাজনীতিক দু'বারের বেশি দেশের প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। ডিক্রি অনুসারে সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো এবং নওয়াজ শরিফ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। এদিকে পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় জোট এই ডিক্রিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, এর দ্বারা মোশাররফ গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চান।

আফ্রিকান ইউনিয়ন গঠন

৪০ বছরের সংগঠন 'আফ্রিকান ইউনিটি' বিলুপ্ত করে আফ্রিকার দেশগুলো 'আফ্রিকান ইউনিয়ন' গঠন করেছে। আফ্রিকান নেতৃবৃন্দ ডারবানে এই সম্মেলনে ইউনিয়ন গঠনের ঘোষণা দেন। আশা করা যাচ্ছে, সংগঠনটি হবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ধাঁচে। পূর্বের সংগঠনটি অর্থাভাবে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি এবং মহাদেশটিতে দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধ অবসানও করতে পারেনি।

ডিক চেনির বিরুদ্ধে মামলা

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা হয়েছে। কোম্পানির হিসাবপত্রে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। ৯০-এর দশকে মার্কিন তেল কোম্পানি হেলিবার্টন-এর চেয়ারম্যান থাকাকালে কোম্পানির লাভ বেশি দেখিয়ে শেয়ারের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। জুডিশিয়াল ওয়াচ নামে একটি গোষ্ঠী এই অভিযোগ তুলেছে। এর একদিন আগে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ কর্পোরেট জালিয়াতির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

আপিল খারিজ

মালয়েশিয়ার সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম কারাদন্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে আপিল করেছিলেন, সর্বোচ্চ আদালত তা নাকচ করে দিয়েছে। এর আগে দুর্নীতি, সমকামিতা ও অন্যান্য অভিযোগে নিম্ন আদালত আনোয়ার ইব্রাহিমকে ছয় বছরের কারাদন্ড দেয়। অবশ্য ইব্রাহিম বলে আসছেন, মাহাথিরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে না দাঁড়াতে পারার জন্য তাকে ফাঁসানো হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার মহিলা প্রধানমন্ত্রী

দক্ষিণ কোরিয়ার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন মহিলাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট কিম দায় জং অধ্যাপক চ্যাং সাংকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছেন। ৬২ বছর বয়স্ক

আরব দেশ যে '৮০-র মাঝামাঝিতে তেলের দরপতনের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে এতদাঞ্চলে তেলের মূল্য রক্ষা করেছিলো। কিন্তু উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের অর্থনীতি ভেঙে পড়লে আশপাশের আরব দেশগুলোও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। '৯০ থেকে '৯৯-এর মধ্যে জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, সৌদি আরব, কুয়েত ও মিসরের জনগণের মাথাপিছু আয় গড়ে ২ শতাংশ হ্রাস পায়। বেকারত্ব বাড়ে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ। সবচে' বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার বিশ্বস্ত মিত্র জর্ডানের। ইরাকের ওপর নিষেধাজ্ঞার ফলে দেশটি বছরে ১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি বঞ্চিত হয়। তাই আরব দেশগুলো সাম্প্রতিক সময়ে ইরাকের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। '৯১ সালের পর গত বছর সৌদি-ইরাক সীমান্তের কিছু অংশ খুলে দেয়া হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বেশক'টি দেশ ইরাকে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। এমনকি কুয়েতের সঙ্গেও মন্ত্রী পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। মোট কথা, কোনো আরব দেশই এ মুহূর্তে চাইবে না, একটি যুদ্ধ নতুন করে এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করুক। কিন্তু ক্রমবর্ধমান মার্কিন চাপের কাছে আরব দেশগুলোর নতজানু নেতৃবৃন্দ কতক্ষণ টিকে থাকবে, প্রশ্ন সেটাই। 'প্যালেস্টাইন ট্রাম্পকার্ড' তাদের হাতে থাকলেও অর্থনৈতিকভাবে মার্কিনি নির্ভরশীলতা হয়তো শেষ পর্যন্ত আরব দেশগুলোকে ভূমি ছাড়তে বাধ্য করবে।

সাদ্দামের আপন জগৎ

মুদ্রার অপর পিঠে আছে সাদ্দাম। সাদ্দাম

দেশে সাদ্দামের প্রতি সমর্থনের কমতি নেই

জানেন সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তিনি নিজে। নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হয়েও যুক্তরাষ্ট্রের হুমকিকে পাত্তা না দেয়ার ভান করছেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কূটনৈতিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি সাদ্দাম প্যালেস্টাইনিদের ওপর ইসরায়েলি বর্বরতার প্রতিবাদে এক মাস তেল রপ্তানি বন্ধ রাখেন। তাছাড়া প্রতিটি আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর পরিবারকে ২৫০০০ ডলার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। প্যালেস্টাইনিদের পক্ষে সাদ্দামের বলিষ্ঠ অবস্থান আরব বিশ্বে তার মর্যাদা বাড়িয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দলের ইরাকে প্রবেশের অনুমতিদান নিয়ে কোনো সুরাহা হয়নি। অবশ্য এজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কম দায়ী নয়। যুক্তরাষ্ট্র চায় না অস্ত্র পরিদর্শক দল ইরাকে যাক। কেননা অস্ত্র পরিদর্শনে ইরাক বাধা দিচ্ছে– আক্রমণ চালানোর এটি একটি ভালো অজুহাত। সাম্প্রতিক আলোচনায় ইরাক অস্ত্র পরিদর্শকদের কাজের মেয়াদের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা জানতে চাইলে জাতিসংঘ তা জানাতে অস্বীকার করে। ফলে আলোচনা ভেঙে যায়। পেছনে যে যুক্তরাষ্ট্র কলকাঠি নাড়ছে তা বুঝতে কারও কষ্ট হবার কথা নয়। সিনেটের বিদেশ নীতিবিষয়ক একজন উপদেষ্টা জানিয়েছেন, 'হোয়াইট হাউসের সবচেয়ে বড় ভয় জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকের হয়তো ইরাকে যাওয়ার অনুমতি

নতুন প্রধানমন্ত্রী এহোয়া মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট কিম তার মন্ত্রিসভায় ব্যাপক রদবদল ঘটাচ্ছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীসহ ৭ জন মন্ত্রীকে পরিবর্তন করেছেন।

তুরস্কে রাজনৈতিক সংকট

তুরস্কে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বুলন্দ এসিভিটের সরকার থেকে ৭ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল চেম, যিনি এসিভিটের অন্যতম সহযোগী ছিলেন। এর ফলে পার্লামেন্টে বুলন্দ সরকারের ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক লেফট পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর সম্মুখীন। এদিকে ইসমাইল চেম নতুন দল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী বুলন্দ অসুস্থতার দরুন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হওয়ায় তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের দাবি তোলেন। প্রধানমন্ত্রী বুলন্দ এই দাবি অস্বীকার করেন। তবে সিএনএন-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বুলন্দ স্বীকার করেছেন, তাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হতে পারে।

এইডস বিষয়ক সম্মেলন

স্পেনের বার্সেলোনায় জাতিসংঘের উদ্যোগে এইডস বিষয়ক এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অনেকের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা ও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন যোগ দেন। তারা উভয়েই এইডসকে মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করে গরিব দেশগুলোকে স্বল্পমূল্যে এইডসের ওষুধ সরবরাহের আহ্বান জানিয়েছেন। তবে এইডস গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কম অর্থায়নের প্রতিবাদ করেছেন সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা। জাতিসংঘের হিসাবে এইডস মহামারী নিয়ন্ত্রণে বছরে এক হাজার কোটি ডলার প্রয়োজন।

মরক্কো-স্পেন বিরোধ

ভূমধ্যসাগরীয় ছোট্ট দ্বীপ লাইলা নিয়ে স্পেন ও মরক্কোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। মরক্কোর লাগোয়া এই দ্বীপটিকে উভয় দেশ নিজেদের দাবি করেছে। মরক্কো লাইলা দ্বীপে সৈন্য পাঠানোর পর স্পেন তিনটি যুদ্ধ জাহাজ ঐ অঞ্চলে পাঠিয়েছে। মরক্কো বলছে, লাইলা দ্বীপ দিয়ে ইউরোপে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এই ব্যবস্থা তারা নিয়েছে। এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মরক্কোকে সৈন্য সরিয়ে নিতে বলেছে। অন্যদিকে আরব লীগ দ্বীপটির ওপর মরক্কোর দাবি সমর্থন করেছে।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা

বিরোধপূর্ণ কাশ্মীরের ভারত নিয়ন্ত্রিত অংশের জম্মুর এক বস্তিতে গুলিবর্ষণে ২৭ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৩৫। ভারত একে পাকিস্তানি মদদপুষ্ট কাশ্মীরি মুজাহিদদের কাজ বলে অভিহিত করলেও সকল কাশ্মীরি গেরিলা সংগঠন ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে।

দেয়া হবে।' যদি তাই হতো, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র সহসা অভিযানে যেতে পারতো না। এক্ষত্রে কূটনৈতিক মার খেয়ে গেছেন সাদ্দাম হোসেন।

অস্ত্র দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার যোগ্য জবাব দিতে পারবেন সাদ্দাম, এমনটা ভাবা বোকামি। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইরাকের যে সামরিক সামর্থ্য ছিলো, আজকে আছে তার অর্ধেক। সাদ্দাম যা পারেন তা হলো সামরিক বাহিনীতে যুদ্ধকালীন সময়ে পক্ষ ত্যাগ করতে পারেন এমন কর্মকর্তাদের সরিয়ে দিতে। সামরিক সূত্রগুলো জানাচ্ছে, সাদ্দাম ইরাকের সেনাবাহিনীতে ব্যাপক রদবদল করেছেন এবং বেশকিছু সামরিক ইউনিটকে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়া, সামরিক বাহিনী অস্ত্র গুদাম ও কারখানাগুলো বিভিন্ন স্থানে সরিয়ে নিচ্ছে। মার্কিন গোয়েন্দা উপগ্রহে প্রাপ্ত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দেশজুড়ে বড় বড় নতুন 'ছাদ' তৈরি হয়েছে। কিন্তু স্বল্পবেতনভোগী, উন্নত প্রশিক্ষণহীন ও সামরিক সরঞ্জামবিহীন ইরাকি বাহিনী কতটুকু প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

ইরাকের সামরিক সামর্থ্য

ইরাকের সামরিক সামর্থ্য

মোট সেনাসদস্য : ৪২৪০০০

রিজার্ভ : ৬৫০০০০

স্থল বাহিনী

ট্রুপ : ৩৭৫০০০

ব্যাটল ট্যাংক : ২২০০

গোলন্দাজ : ২০৫০

হেলিকপ্টার : ৩৭৫

মোবাইল রকেট লঞ্চার : ২০০

ভূম থেকে ভূমি মিসাইল লঞ্চার : ৫০

বিমানবাহিনী

সদস্য : ৩০০০০

যুদ্ধবিমান : ৩১৬

নৌবাহিনী

সদস্য : ২০০০

টহল যুদ্ধ জাহাজ : ৬

ইরাকের রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের যে মজুদ ছিল, বিগত বছরগুলোতে সেগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। এছাড়া ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে বলে যে প্রচার চালানো হচ্ছে, তারও কোনো সভ্যতা মেলে না। কেননা তেলের দেশের ট্যাংকগুলো যেখানে লুব্রিকেন্টের অভাবে অচল, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যাপকমাত্রার অস্ত্র সেখানে কিভাবে আসবে? রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র থাকায় উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন বাহিনী ইরাকের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ার সাহস দেখায়নি। যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য হুমকি দিয়েছিলো পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের। কিন্তু এবার কি তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে? মনে হয় না। সাদ্দাম হোসেনের অনেকগুলো পরিচয়ের একটি তিনি একজন সাহিত্যিক। এ বছর মে মাসে তার দ্বিতীয় উপন্যাস প্রকাশিত হয়, 'জাজিবাহ এবং রাজা'। এতে দেখা যায়, নিঃসঙ্গ রাজা প্রেমে পড়ে এক সাধারণ মেয়ের যে কি না ১৭ জানুয়ারি ধর্ষিত হয়। উল্লেখ্য, '৯১ সালের এদিন ইরাক আক্রান্ত হয়েছিলো, পরে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট হিংসুক স্বামী হত্যা করে মেয়েটিকে। উপন্যাসের মঞ্চায়নও হয়েছে। 'সাহিত্যিক' সাদ্দাম প্রশংসিতও হয়েছেন। কিন্তু সাদ্দাম কি সামনের বছর আরেকটি উপন্যাস লেখার সুযোগ পাবেন?

ভারতে গর্ভ ভাড়া দেয়ার আইন

কলকাতা থেকে **মুক্তি চৌধুরী**

ভারতে এবার গর্ভ ভাড়া দেয়ার আইন সিদ্ধ হতে চলেছে। সন্তানহীন দম্পতি অথবা মা হতে ইচ্ছুক কুমারী নারী, সবার মুখেই হাসি ফোটাতে আসছে এই নয়া আইন। এই আইন প্রণয়নের জন্য গড়া হয়েছে নতুন কমিটি। আগামী সংসদ অধিবেশনে এ সংক্রান্ত খসড়া বিলটি সংসদে পেশ করারও সম্ভাবনা রয়েছে। এখন আইনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পর্যালোচনা করছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সিপি ঠাকুর ক'মাস আগে এ সংক্রান্ত একটি খসড়া বিল তৈরির জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR)কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আইসিএমআর এরপরে ২০ সদস্যের একটি কমিটিও গড়ে দেয়। কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় বঙ্গসন্তান, প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীকে। ফেব্রুয়ারি মাসে এই কমিটি তাদের প্রথম দফার রিপোর্টও পেশ করে। এখন এ সংক্রান্ত খসড়া বিল সংসদে পেশ হবার অপেক্ষায় রয়েছে।

খসড়া বিলে বলা হয়েছে, যেসব দম্পতি শারীরিকভাবে সক্ষম হলেও স্ত্রী অঙ্গের কিছু অসুবিধার জন্য সন্তান ধারণ করতে পারছেন না। অথবা যাদের নেই স্ত্রী অঙ্গের জরায়ু, তারা ভাড়া করতে পারবেন অন্য কোনো নারীর গর্ভাশয়। যিনি গর্ভ ভাড়া দেবেন তিনি আইনমাফিক পারিশ্রমিক পাবেন। এছাড়াও অর্থের বিনিময়ে 'শুক্রাণু' বা 'ডিম্বাণু' বিক্রিরও ব্যবস্থা থাকবে। এজন্য 'শুক্রাণু ব্যাংক'ও গড়ার প্রস্তাব রয়েছে। তবে এসব ব্যাংক তৈরি করতে হলে সরকারের আগাম অনুমতি নিতে হবে। অর্থাৎ সরকার কিছু নির্দিষ্ট সংস্থাকে এই 'শুক্রাণু ব্যাংক' গড়ার অনুমতি দেবে। অন্যদিকে বন্ধ্যাত্বকে মেডিক্যাল সায়েন্সের একটি আলাদা বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করারও প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এ যাবৎ 'বন্ধ্যাত্ব' ছিলো গাইনোকলজির অন্তর্ভুক্ত।

এদিকে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এখনো আলোচনা চলছে 'কুমারী' অথবা 'নিঃসঙ্গ মহিলা', 'সমকামী নারী' অথবা 'বিধবা'দের আইনগত পথে 'মা' হওয়া নিয়ে। অনেক মহিলাই আছেন যারা নিঃসঙ্গ অথবা পুরুষসঙ্গে অনিচ্ছুক। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যারা 'মা' হতে চান। যদিও এখনও ভারতবর্ষের সামাজিক কাঠামো পুরুষসঙ্গহীন নারীর 'মা' হওয়াকে এখনও মেনে নেয়নি। এজন্য নেইও কোনো আইন। রয়েছে শুধু 'দত্তক' নেয়ার আইন। কেন্দ্রীয় সরকার যে নতুন আইনটি করতে উদ্যোগী হয়েছে, তা হলো, 'শুক্রাণু ব্যাংক' থেকে শুক্রাণু সংগ্রহ করে যেকোনো মহিলা 'মা' হতে পারবেন। এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে 'টেস্টটিউব' সন্তানের ফর্মুলা। যদিও বিদেশে গর্ভ ভাড়া দেয়া থেকে 'কুমারী'র মা হওয়া সব বিষয়েই আইন রয়েছে।

ইতিমধ্যে একথাও উঠেছে অন্যের গর্ভাশয়ে বড় হওয়া সন্তানের পিতৃমাতৃ পরিচয় নিয়ে। ওই সন্তানকে 'অ্যাডপটেড চাইল্ড' ধরা হবে কিনা তা নিয়েও আলোচনা চলছে। আলোচনা চলছে, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদের গর্ভ অথবা তাদের শুক্রাণু বা ডিম্বাণু এড়িয়ে যাওয়ার কথাও। তাই এমনটাও ভাবা হচ্ছে, প্রয়োজনে এসব সন্তানের 'বার্থ' সার্টিফিকেটে কেবল মা'র নাম অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ চাকরি-বাকরি বা প্রতিষ্ঠার জন্য সব ক্ষেত্রেই ওই সন্তান পরিচিত হবেন মায়ের পরিচয়ে।

এদিকে এ প্রশ্নও উঠে এসেছে ভারতের মতো ধর্মীয় আবেগপ্রবণ দেশে প্রস্তাবিত আইনটি আদৌ পাস হবে কিনা? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, মহিলাদের আসন সংরক্ষণ নিয়ে সাংসদদের মধ্যে যখন এতো বিতর্ক, সেখানে গর্ভ ভাড়া দেওয়া বা 'কুমারী'র মা হওয়ার মতো প্রস্তাবকে সাংসদ বা মহিলা নেত্রীরা মেনে নেবেন? এখনই শোনা যাচ্ছে, কিছু মৌলবাদী দল ইতিমধ্যে এই আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছে।